প্রশ্ন ৫.৩। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদানসমূহের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর। কোনো রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া তার প্রগতি রাখতে পারে না। সেই কারণে প্রত্যেক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি রয়েছে এবং ভারত এর ব্যতিক্রমী নয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ভারতের পররাষ্ট্রনীতি দুধরনের নির্ধারক দ্বারা গড়ে উঠেছে। একটি হল অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং অন্যটি আন্তর্জাতিক বিষয়। অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে—ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ঐতিহ্য, সামরিক শক্তি, জাতীয় চরিত্র, জনমত প্রভৃতি। আর বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ, প্রতিবেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলি দ্বারা অনুসৃত নীতি এবং বিশ্বজনমত প্রভৃতি।

● **(ক) অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ ঃ**

(১) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয় রাষ্ট্র হিসেবে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে ভারতের ভূ-ভাগ সংযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধন হিসেবে ভারতের অবস্থান। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, সাবেকি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

ভারত বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। ভারতের মোট আয়তন ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৬৩ বর্গ কিমি। এই বৃহৎ রাষ্ট্রকে পরাভূত করা সহজ নয়। বরং সে স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি রচনা করতে পারে এবং তার রূপায়ণে দ্বিধাবোধ করতে হয় না।

ভারতের উত্তর সীমা জুড়ে অবস্থান করছে হিমালয় পর্বতমালা। দেশের উত্তর সীমান্তের রাষ্ট্রগুলি হল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, ভুটান ও নেপাল। পশ্চিমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত পাঞ্জাব সমভূমি ও থর মরুভূমির উপর দিয়ে প্রসারিত। সুদূর উত্তর-পূর্বে ঘন বনাকীর্ণ চীন ও কাচিন পার্বত্য অঞ্চল ভারতকে মায়ানমার রাষ্ট্রের থেকে পৃথক করেছে। অন্যদিকে এই অঞ্চলেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের জলবিভাজিকা এবং খাসি ও মিজো পাহাড় দ্বারা পৃথকীকৃত হয়েছে। ভারত দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্রগুলি হল মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া। সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ভারত তার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে থাকে।

(২) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঃ ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ভারতের অর্থনীতি বৈচিত্র্যময়। কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, বস্ত্রশিল্প উৎপাদন এবং বিভিন্ন সেবা ভারতের অর্থনীতির অংশ। ভারতের শ্রমশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষিখাত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তবে কৃষিখাত ক্রমেই প্রসার লাভ করেছে এবং ভারতের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ভারত সফটওয়্যার ও আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে অতি দক্ষ শ্রমিক

সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া উৎপাদন, ঔষধ শিল্প, জীব প্রযুক্তি, ন্যানো প্রযুক্তি, টেলি যোগাযোগ, জাহাজ নির্মাণ, বিমান ভ্রমণ এবং পর্যটন শিল্পগুলিতেও ভবিষ্যতে জোরালো প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়ে ভারত সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনীতি চালানোর চেষ্টা করে। তখন অর্থনীতিতে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সরাসরি কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। তবে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ভারত ক্রমে উদারপন্থী অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে তার বাজারগুলি উন্মুক্ত করতে শুরু করে। সরকারী শিল্পগুলির বেসরকারীকরণ বেশ ধীরে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

(৩) রাজনৈতিক ঐতিহ্য ঃ অতীতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, ব্রিটিশ শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, গান্ধিবাদী দর্শন ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে গড়ে তুলেছে এবং এর ব্যাপক প্রভাব ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে লক্ষ্য করা যায়।

(৪) সামরিক শক্তি ঃ পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক শক্তি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের রাজপুত রেজিমেন্ট, গোর্খা রেজিমেন্ট সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সামরিক শক্তির আরও প্রসার ঘটিয়েছে। স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনা নিয়ে গঠিত ভারতের সামরিক বাহিনী বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনী। ভারত পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছে। প্রসঙ্গত ভারত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা (সি.টি.বি.টি) নিষিদ্ধকরণ চুক্তিকে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করে ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। অস্ত্রসজ্জা, সামরিক জোট, ভীতি প্রদর্শন, উত্তেজনা সৃষ্টি প্রভৃতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে অন্যভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই প্রচেষ্টা ভারত করে চলেছে। বস্তুত পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক শক্তির গুরুত্ব যে কেবল যুদ্ধের সময় অনুভূত হয় এমনটা নয়। শান্তির সময়েও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণে সামরিক শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। আসলে, সামরিক শক্তির সাহায্য পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

(৫) জাতীয় চরিত্র ঃ সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সহনশীলতা ভারতের জাতীয় চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ভারতে স্থাপিত হয়েছে বিশালাকার একাধিক সাম্রাজ্য। নানা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ—বিশ্বের এই চার ধর্মের উৎসভূমি হল ভারত। পারসি ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারত একাধারে পশ্চিমী উদারনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তেমনি অন্যদিকে সাম্যবাদের প্রতি আস্থাশীল। ভারতের এই সহনশীলতা দুই পরস্পর বিপরীত মতাদর্শ অবলম্বনকারী

সঙ্গে দুই বৃহৎশক্তি জোটের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে চলেছে। ভারতের এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তাকে জোটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

(ঙ) **জনমত** : ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জনমতের একটা ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন-ইঙ্গ আক্রমণের প্রতি ভারতীয় জনগণের ব্যাপক ধিক্কার ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত জনমত ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

● (খ) **আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি** : ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক। ১৯৫০-এর দশকে ভারত আফ্রিকা ও এশিয়ার ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার স্বপক্ষে সওয়াল করেছে। শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ ও মালদ্বীপে অপারেশন ক্যাকটাস এই দুই ক্ষেত্রে ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সামরিক মধ্যস্থতায় অংশ নেয়। কমনওয়েলথের সদস্য ভারত, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ভারত-চীন যুদ্ধ ও ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক হয়ে ওঠে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত সেই সম্পর্ক একই রকম থাকে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তিনটি যুদ্ধ হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশকে সহায়তা করে। এছাড়াও ১৯৮৪ সালে সিয়াচেন হিমবাহ ও ১৯৯৯ সালে কার্গিলকে কেন্দ্র করে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

বর্তমানকালে, ভারত যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিজ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। সেগুলি হল আসিয়ান, সার্ক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (W.T.O.)। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গেও ভারত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে।

পরিশেষে বলা যায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কোনো একটি উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্বারা ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুত পরিস্থিতি অনুসারে কোনো একটি বিশেষ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন ৫.৪। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যস্বরূপ জোটনিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

উত্তর। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জোটনিরপেক্ষতা। জোটনিরপেক্ষতার অর্থ হল আন্তর্জাতিক যে-কোনো ঘটনা বা সমস্যা থেকে দূরে সরে থাকা নয়। স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম রূপকার ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বলিষ্ঠতম প্রবক্তা জওহরলাল নেহরুর মতে জোটনিরপেক্ষতা হল গোষ্ঠীগত